অ্যাকশনধর্মী রোমাঞ্চকর
ও য়ে স্টা র্ন উ প ন্যা স

ধূম্রজাল

শওকত হোসেন

বেঙ্গলবুকস

প্র কা শ ক
মাহমুদুল হাসান
বেঙ্গলবুকস
নোভা টাওয়ার, ২/১ নয়া পল্টন, ঢাকা ১০০০
বিশাল বুক কমপ্লেক্স, ৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : +88 01958519882, +88 01958519883
পরিবেশক : কিন্ডারবুকস, বেঙ্গলবুকস

বইটির কোনো অংশ বা সম্পূর্ণ বই কম্পোজ বা ফটোকপি আকারে বিক্রয় বা সরবরাহ অবৈধ। এ বইয়ের কোনো লেখা বা চিত্র হুবহু, পরিমার্জন বা পরিবর্ধন করে ছাপানো এমনকি কোনো ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা কপিরাইট আইন, ২০২৩ অনুযায়ী দণ্ডনীয়।

ISBN : 978-984-99579-6-6

www.bengalbooks.com.bd
email : info@bengalbooks.com.bd

বে ওয়েস্টার্ন
একটি বেঙ্গলবুকস
সিরিজ প্রকাশনা

প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৫
কপিরাইট © লেখক
প্রচ্ছদ : আজহার ফরহাদ
বর্ণবিন্যাস ও কম্পিউটার গ্রাফিক্স : ক্রিয়েটিভ ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট
মুদ্রণ : প্রিন্ট ওয়ার্কস, ২৯ মিরপাড়া, আমুলিয়া রোড, ডেমরা, ঢাকা-১৩৬০
অনলাইন ডিস্ট্রিবিউটর : রকমারি ডট কম, বাতিঘর ডট কম
ভারতে পরিবেশক : ধ্যানবিন্দু, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা
যুক্তরাজ্য পরিবেশক : সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক : মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

মূল্য : ২৬০ টাকা

Dhumrajal by Saokot Hossain
First published in paperback in Bangladesh by BengalBooks in 2025
Text Copyright reserved by the Writer
Illustrations Copyright reserved by the Publisher

Printed and bound in Bangladesh

ওয়ার্ডেন
স্যান কুইন্টিন স্টেট প্রিজন
ক্যালিফোর্নিয়া
ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা

বিষয় : সাধারণ ক্ষমা।

প্রিয় মহোদয়,
উপর্যুক্ত বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।
বিগত ১০ বছর যাবৎ হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে স্যান কুইন্টিন কারাগারে ক্যালাবাসেস, লস অ্যাঞ্জেলেসের মাইকেল ব্রেনান যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছে।

আসামির আবেদন, সাক্ষীপ্রমাণ পুনর্বিবেচনা ও কারাভোগকালীন সন্তোষজনক আচরণের প্রেক্ষিতে মাননীয় গভর্নর, ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট গভর্নমেন্ট তার শাস্তি মওকুফের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে কার্যকর হবে। আরও জানাচ্ছি যে, একই সাথে মাইকেল ব্রেনানের সহবন্দি জন রাইলিকেও তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় গভর্নর ক্ষমা প্রদান করেছেন।

এই অবস্থায়, উপরোক্ত দুই বন্দিকে অবিলম্বে মুক্তিদানের নির্দেশ দেওয়া গেল।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

সচিব
ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস
লস অ্যাঞ্জেলেস, ক্যালিফোর্নিয়া
ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা

এক

দীর্ঘ যাত্রা-পথের এটাই ছিল শেষ পর্ব, তাই ঠাসাঠাসি অবস্থা। মাইকেল ব্রেনানের সাথে পার্টনার জন রাইলি ছাড়াও আরও চারজন যাত্রী রয়েছে স্টেজে। সবার ভেতর আড়ষ্ট ভাব, গা বাঁচিয়ে বসার চেষ্টা করছে ওরা। পেছন দিকে ফিরে জানালা ঘেঁষে বসেছে ব্রেনান। ওর সামনের মেয়েটার বিরক্তি জাগাতে চায়নি, তাই লম্বা সময় সিটের নিচে পা গুটিয়ে রেখেছিল সে। এখন দুই পায়েই ঝিম ধরে যাওয়ার অবস্থা।

মেয়েটার পাশের লোকটা বেহায়ার মতো বার বার বাঁকা চোখে দেখছে ওকে, যেন আস্ত গিলে খাবে। কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই ওই মেয়ের; ছিপছিপে দুই কাঁধ টানটান করে, হাতজোড়া একটা বড়সড় পার্সের ওপর রেখে একদৃষ্টিতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে সে। সামনে ঝুঁকে খুকখুক কেশে ওর নজর কাড়ার কসরত করল লোকটা। মোটাসোটা গড়ন তার, গোলগাল তেলতেলে চেহারা, চোখে লোভাতুর দৃষ্টি। ঠোঁটে মুচকি হাসি ফুটিয়ে মুক্তো রঙের গ্রে ডার্বি হ্যাট স্পর্শ করল সে।

‘তোমাকে নিশ্চয় বিরক্ত করছি না, ম্যাম।’ কণ্ঠে বিনয়ের সুর।

শীতল দৃষ্টিতে লোকটার দিকে একবার তাকাল মেয়েটা, তারপর ফের আগের মতো বাইরে চোখ ফেরাল। কাঁধ বাঁকিয়ে স্পষ্ট সুরেলা কণ্ঠে বলল, ‘মোটেও না।’

‘জেনে খুশি হলাম, ম্যাম।’ বলে হেলান দিয়ে বসল সে। সহসা ব্রেনান স্থির দৃষ্টিতে তাকে দেখছে টের পেতেই ভুরু নাচিয়ে নিঃশব্দে শিস বাজাল। কিন্তু নজর ফেরাল না ব্রেনান। ওর ভর্ৎসনা-ভরা দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে অন্য দিকে চোখ ফেরাল উটকো লোকটা।

স্টেজকোচের সংকীর্ণ জানালার পাশ দিয়ে দ্রুত পেছনে ছুটতে থাকা বাইরের দুনিয়ার দিকে নজর দিলো ব্রেনান। ঘোড়ার খুর আর স্টেজকোচের চাকার ঘায়ে উড়ন্ত ধূলির মেঘের ভেতর পিছলে হারিয়ে যাচ্ছে বিক্ষিপ্তভাবে দাঁড়ানো লস অ্যাঞ্জেলেসের শেষ ঘরবাড়িগুলো। আবছা একটা ঝলকের মতো লাগছে ওগুলোকে। ওর অনুপস্থিতির সময়টায় এমনকি ওই শহরটাও বদলে গেছে। সবই পালটেছে—অবশ্য বিরাট, গুরুতর পরিবর্তন না হলেও পরিচিতি, বোধগম্য সূক্ষ্ম কিছু জিনিস পালটে গেছে। লস অ্যাঞ্জেলেসের আগের তুলনায় উন্নয়ন ঘটেছে। পুব থেকে ট্রেন বোঝাই হয়ে লোকজনের আসার খবর কানে এসেছে তার।

বিরক্তির সাথে নড়েচড়ে বসল সে। এক কালে স্প্যানিয়ার্ডরা এখান থেকে চর্বি আর চামড়া রপ্তানি করতো; স্যান ফার্নান্দো ও স্যান গ্যাব্রিয়েল উপত্যকায় অবাধে চরে বেড়াতো বিভিন্ন

মিশনের গরুর পাল। সেই আমল থেকে রেঞ্জ কান্ট্রি হিসেবেই সবার কাছে পরিচিত এই অঞ্চল। পুবের মানুষেরা তো রিয়াতা আর পেটির তফাতই ধরতে জানে না। ওদের এখানে ভিড় জমানোর মানে হয় না। হয়তো এখানে খেত-খামার করতেই আসছে ওরা।

গতি বাড়ল স্টেজ কোচের। লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে পশ্চিমে সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত পাহাড় সারির সাথে সমান্তরাল রেখায় ছুটছে ওটা। নিচু, থ্যাবড়া পাহাড়গুলো ক্রমশ আরও উঁচু হয়ে গেছে। জন রাইলির খোঁচায় সংবিৎ ফিরে পেলো সে।

'ভীষণ সুন্দর দেশ,' বলল সে। 'তোমার র‍্যাঞ্চটাও কি এ রকম সুন্দর?'

অনেকটা অনভ্যস্ত ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে নড়ল ব্রেনানের ঠোঁটজোড়া, হাসল সে। হাসিতে কিছুটা কমে এলো কোটরের গভীরে বসা চোখের গাম্ভীর্য, কোণাচে হনুর হাড় শিথিল হলো। এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো অতীতের কিছু ফিরে এসেছে ওর মনে।

'তা বলতে পারো। তবে ওখানে চারপাশের পাহাড়গুলো আরও অনেক কাছে।' মাথা ঝাঁকিয়ে জানালার দিকে ইঙ্গিত করল ব্রেনান। 'বসন্তের বৃষ্টির পর বছরের এই সময়টায় খুবই অপরূপ লাগে। ওরা আমাকে এমন একটা সময়...এমন একটা সময়ে ফিরতে পেরে ভালো লাগছে।'

মাথা দোলাল রাইলি। এগিয়ে চলল স্টেজ। ভেতরের ছয় যাত্রীর কারও মুখে কথা নেই। সবাই যে যার ভাবনায় নিমগ্ন।

মেয়েটা আগের মতোই জানালার দিকে তাকিয়ে থাকলেও চোখের কোণে দীর্ঘদেহী তরুণকে দেখছে সে। এই মানুষটা কেমন যেন ধাঁধার মতো। একটু আগে হাসার সময় প্রায় সুদর্শনই মনে হচ্ছিল তাকে—কিন্তু তারপরই ফের গভীর, কর্কশ রেখা দেখা দিয়েছে ওখানে। যেন কুৎসিত, গোপন কিছু আছে ওর জীবনে।

ধীর, ভরাট ওর কণ্ঠস্বর। প্রথম দেখায় গড়পড়তা র‍্যাঞ্চ ওয়ার্কারের মতো মনে হলেও তার পরনের সস্তা জামাকাপড় নতুন, তবে সাইজে কিছুটা খাটো, অস্বস্তিকরও মনে হয়। যেন ঠিকমতো না দেখেই শেল্ফ থেকে নামিয়ে গায়ে চাপিয়েছে। শুধু ওর পায়ের বুট আর গানবেল্টই ঠিক আছে বলে মনে হয় : চকচকে পলিশ করা, যেন ওর শরীরেরই বর্ধিত অংশ।

সহসা দৃষ্টিতে সন্দেহ আর শঙ্কা নিয়ে ওর দিকে তাকাল সে। থতমত খেয়ে ঝট করে অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিলো সে। অকস্মাৎ ফাঁদে আটকে পড়া পশুর চোখেও অমন অভিব্যক্তি দেখেছে সে। এবার লোকটার ত্বকের কোথাও সমস্যা আছে বলে মনে হলো ওর। উন্মুক্ত আকাশের নিচে পরিশ্রমে অভ্যস্ত হলে তো আরও তামাটে হওয়ার কথা। কিন্তু সেটা হয়নি... আবার...অত ফরসাও নয়।

আরও কাছে ঘেঁষে এলো পাশের লোকটা। ওর গায়ের ওপর দিয়ে সামনে ঝুঁকে জানালা দিয়ে বাইরে ইশারা করল সে।

'এটাই এদিকের সবচেয়ে পুরোনো আর বড় স্প্যানিশ গ্র্যান্ট।'

কঠোর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল মেয়েটা। ওকে বিন্দুমাত্র

পাত্তা দেওয়া দূরে থাক, উলটো চওড়া হাসি দিলো সে।

'এদিকে নতুন নিশ্চয়? আমি জনসন, পল জনসন। তেকাচ্যাপিসের দক্ষিণে সেরা কাঁটাতারের ব্যবসা আমার। আর কেউই...'

'আমি আসলে শুনতে চাচ্ছি না,' বলল মেয়েটা।

চোখ পাকিয়ে নিজের জায়গায় ফিরল জনসন। কাঁধ ঝাঁকিয়ে খকখক করে হাসতে হাসতে বাকি সবার দিকে তাকাল। অবিচল দৃষ্টিতে জনসনকে মাপল ব্রেনান। কিছুক্ষণ ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে অস্বস্তিতে উশখুশ করে উঠল জনসন। একটা সিগার বের করেছিল সে, কিন্তু মেয়েটার দিকে তাকিয়ে কী ভেবে আবার রেখে দিল জায়গামতো। এখনও নির্বিকার তাকিয়ে আছে ব্রেনান। আবার ছটফট করে উঠল জনসন।

'সুন্দর একটা দিন,' ব্রেনানের উদ্দেশে বলল সে। পাত্তা দিল না ব্রেনান। আবার চেষ্টা করল লোকটা। 'তুমি মনে হয় এদিকে নতুন নও, ঠিক না?'

'না...তা নই।'

নিজের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে মাথা দোলাল জনসন। 'চেহারা দেখেই বুঝতে পারি। সম্ভবত ব্যবসার রসদ কিনতে বা গরু বিক্রি করতে লস অ্যাঞ্জেলেসে গিয়েছিলে। এখন ফিরছো...'

'আমি কোথায় ছিলাম বা কোথায় যাচ্ছি,' অবিচল, নিরাবেগ কণ্ঠে সোজাসাপ্টা জানিয়ে দিলো ব্রেনান, 'সেটা নিয়ে তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে।'

মুখের হাসি মুছে গেল জনসনের, চোখ পিটপিট করল সে।

আবার উদ্ধত হয়ে উঠল। কনুইয়ের খোঁচা দিল মেয়েটাকে। সচকিত হয়ে উঠল মেয়েটা। তাই দেখে সশব্দে হেসে উঠল জনসন।

'দেখ দেখি...'

'ও আগ্রহী নয়, মিস্টার,' বলল ব্রেনান। 'চুপচাপ বসে থাকো, নয়তো ঘুমাও। খামোখা এমন করছ কেন?'

জনসনের ঘাড় থেকে মুখ পর্যন্ত গাঢ় লাল আভা ছড়িয়ে পড়ল। স্থূল দুই হাত মুঠি পাকিয়ে অগ্নিদৃষ্টিতে ব্রেনানকে দেখল সে। কিন্তু দীর্ঘদেহী মানুষটার অটল দৃষ্টি, শিথিল শরীর আর লম্বা হাত দুটোতে সঞ্চিত শক্তি আন্দাজ করে টনক নড়ল তার। অন্য যাত্রীটি মুখে অস্পষ্ট ক্রূর হাসি নিয়ে দেখছে তাকে, টের পেল। আসনের আরও ভেতর দিকে চেপে বসল জনসন। চোখের আগুন আর লড়াইয়ের ইচ্ছা, দুটোই বেমালুম হাওয়া হয়ে গেছে।

নীরবতা নামলো কোচের ভেতরে। নীরব ধন্যবাদ জানিয়ে ব্রেনানের উদ্দেশে মৃদু হেসে আবার জানালার দিকে চোখ ফেরাল মেয়েটা।

এতক্ষণে ভালো করে ওকে লক্ষ করল ব্রেনান। লম্বা, ছিপছিপে গড়নের বলেই মনে হলো। চোখজোড়া ধোঁয়াটে নীল, তেরচা করে পরা টুপি আর নেকাবের নিচ থেকে উঁকি দিচ্ছে হালকা তামাটে চুল। মুখের আদল শক্তির আভাস দিলেও কাঠামো নাজুক মনে হয়। দর্জির হাতে তৈরি ডোরাকাটা কোট পরেছে সে, কাঁধে সোনার ঘড়ি পিন সাঁটা। একটা ওজনদার ব্রুচের কল্যাণে কোমর আর লেস কলারের ধবধবে শাদা কিছুটা

রেয়াত পেয়েছে। পোশাকের ব্যাপারে তেমন ধারণা না রাখলেও মেয়েটার জামাকাপড় বেশ দামি, এটা বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়। সম্পদ আর ঐশ্বর্যের লক্ষণ বোঝা যায়।

কিন্তু এক মুহূর্তের বেশি ওর মনোযোগ ধরে রাখতে পারল না মেয়েটা। জানালা দিয়ে আবার বাইরে চোখ ফেরাল সে। একের পর এক ল্যান্ডমার্ক চোখের নিমেষে হারিয়ে যাচ্ছে পেছনে। অতীতের এক জীবনের অংশ স্থান আর নানান জিনিস, তবু অনেক বছরের নির্বাসন শেষে পা রাখতে চলা জগতের মতোই প্রায় অচেনা ঠেকছে।

নিজের অজান্তেই আবার সময় পেরিয়ে অতীতে হারাল ওর ভাবনা, আরও গম্ভীর হয়ে উঠেছে চোখজোড়া। আপন ভুবনে হারিয়ে যাওয়ায় কোচ, তার যাত্রী আর ধূলির কথা বিস্মৃত হয়েছে সে। হঠাৎ কেশে উঠল মেয়েটা।

সংবিৎ ফিরে পেয়ে চোখ তুলে তাকাল সে। সিগার ধরিয়েছে জনসন। মেয়েটার পাশ দিয়ে জানালা গলে বেরিয়ে যাচ্ছে ওটার গাঢ় নীল ধোঁয়া। মোটা ঠোঁটের ফাঁকে আয়েশি ঢঙে সিগার পাক খাওয়াচ্ছে, তাতে আরও গাঢ় হয়ে উঠছে ধোঁয়া। আবার কাশল মেয়েটা।

সামনে ঝুঁকে জনসনের আঙুলের ফাঁক থেকে সিগারটা তুলে নিল রাইলি। জ্বলন্ত সিগারটা এক নজর দেখে জানালা দিয়ে ছুড়ে দিল বাইরে। তাজ্জব বনে গেলো জনসন, বিস্ময়ভরা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইল সে। স্টেজের অবিরাম দুলুনির সাথে তাল মিলিয়ে প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষা করছে রাইলি।

‘মিস্টার, তোমার দেখছি শিক্ষা হয়নি,’ বলল সে। প্রতিবাদ করতে মুখ খুলেছিল জনসন, কিন্তু ব্রেনানের অটল দৃষ্টি টের পেয়ে বিরত রইল, অস্ফুট কণ্ঠে বিড়বিড় করতে লাগলো। রুমালে মুখ ঢাকল মেয়েটা, কিন্তু ওর কাঁধ কাঁপছে, চোখজোড়া নাচছে।

রাস্তাটা আচমকা উত্তরে সোজা পাহাড়সারির উদ্দেশে তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়েছে। ঢাল বেয়ে উঠে গেছে রাস্তার দুপাশের নিচু পাহাড়সারি, চারপাশ থেকে চেপে এসেছে। আরও খাড়া হলো ঢাল, কোচটা এখন প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে। উৎরাইয়ের মাথায় পৌঁছে ঘোড়া থামিয়ে জায়গামতো ব্রেক ঠেলে দিলো ড্রাইভার। দরজা খুলে বাইরে এসে আড়মোড়া ভাঙার ফাঁকে চেপে আসা পাহাড়সারির দিকে তাকাল ব্রেনান। সামনে আরেকটা রিজের দিকে উঠে গেছে এই রাস্তা, তারপর ক্যাহুয়্যাঙা পাস পেরিয়ে ওপাশের বিশাল উপত্যকায় নেমেছে।

ব্রেনানের সাথে যোগ দিল রাইলি। উচ্চতায় ওর চেয়ে আধামাথা খাটো সে, কিন্তু নিরেট স্বাস্থ্য, বলিষ্ঠ গড়ন। মুখ জুড়ে চিতি; নীল চোখে এখন অপার সারল্য ফুটে আছে। নেড়েচেড়ে হোলস্টার আর ওটার অস্ত্রটা আরেকটু সুবিধাজনক অবস্থানে বসিয়ে চারপাশের পাহাড়সারির দিকে তাকাল সে।

‘গ্রিজউড, সেজ ঝোপ আর বুনো ওট,’ অলস কণ্ঠে টেনে বলল সে। ‘তেমন সুবিধার তো লাগছে না।’

‘দেখতেই পাবে, জন। আর বিশ মাইল এগোলেই পৌঁছে যাবো।’

টুপি খুলে কপালের ঘাম মুছে মাথা ভর্তি লাল চুলে চিরুণির

মতো হাত চালাল রাইলি।

'আর সহ্য হচ্ছে না, মাইক। বিশ্রী, দীর্ঘ একটা সফর।' ঘাড় ফিরিয়ে স্টেজের উঁচু আসনে বসা লোকগুলোর দিকে তাকাল সে। স্টেজ গার্ড আরামসে বসে সিগারেট ফুঁকলেও তার হাঁটুতে ফেলে রাখা শটগানের জোড়া মাযল শরীরের খিল ছোটাতে ব্যস্ত ওই দুজনের দিকে নিশানা করা।

'মনে হয় দামি কিছু যাচ্ছে আমাদের সাথে,' বলল রাইলি। 'গার্ড ব্যাটা কোনো ঝুঁকি নিচ্ছে না।'

'ইচ্ছা আছে?' মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করল ব্রেনান।

'আরে, না!' জোর দিয়ে বলল রাইলি। 'শখ মিটে গেছে।' বলে হাসল সে। 'আমার সাথে ঠাট্টা করছ?'

'আলবত,' বলে ড্রাইভারকে লাগাম তুলে নিতে দেখে স্টেজের দিকে পা বাড়াল ব্রেনান।

এখন ব্রেনানের আসনে সরে বসেছে মেয়েটা। প্রত্যাশাভরা চোখ তুলে ওর দিকে তাকাল সে। ব্রেনানের চওড়া ঠোঁটজোড়া খানিকটা প্রসারিত হলো, একে ঠিক হাসি বলা যাবে না। বিনা আপত্তিতে সেলসম্যানের পাশে বসল সে। জোর গলায় চেঁচিয়ে উঠল ড্রাইভার, সপাং শব্দ তুলল তার চাবুক, লাফিয়ে সামনে ছুটল স্টেজ কোচ।

এতক্ষণ দম ফেলার ফুরসত পেয়েছে বিশাল ঘোড়াগুলো, গতি দ্রুততর হয়ে ওঠায় এপাশ-ওপাশ দুলছে স্টেজটা। এখন আরও চেপে এসেছে চারপাশের পাহাড়সারি, স্টেজের যাত্রীরা ছাল ওঠা গাঢ় সবুজ কার্পেট ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

মোমের মতো সুমাকের সুবাস এসে নাকে লাগছে।

ধূলিধূসরিত পথে আরও অনেক দূরে, যাত্রার শেষ প্রান্তে ধেয়ে গেল ব্রেনানের ভাবনা। একটা মেয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করছে ওখানে। মনের পর্দায় সেই মেয়ের ছবি ফুটিয়ে তুলতে চাইল সে। ছবিটা নিখুঁতভাবে দেখা দেওয়ায় বুঝল এটা পুরোপুরি সত্যি হতে পারে না। মাঝখানে দশটা বছর পেরিয়ে গেছে...এখন ওর বয়স প্রায় আটাশ বছর। লুপিনের ফুলের নাজুক পাঁপড়ির মতো কোমল নীল ওর চোখ; ওর মাথার সোনালি চুলের গোছা থেকে নজর সরানো দায়, বিলি কাটার প্রলোভন জাগিয়ে তোলে।

প্রাঞ্জল ছবির কথা ভেবে উশখুশ করে উঠল সে। নীল চোখ, সোনালি চুল আর ফরসা ত্বক। ওর উলটো দিকের মেয়েটার গায়ের রং গাঢ়, ভিন্ন ধরনের কমনীয়তা আছে তার—তবে এডনার মতো নয়।

পাহাড় আরও চেপে এসেছে। আবার খাড়াই বাইতে শুরু করেছে রাস্তাটা। শেষ খাড়াই বেয়ে ওঠার পর ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দিতে স্টেজ থামাল ড্রাইভার। দরজার পাল্লা আধাআধি খুলে সামনে ঝুঁকল ব্রেনান, ওর চেহারার গাম্ভীর্য অনেকটাই বিদায় নিয়েছে এখন।

'এটাই সেই উপত্যকা,' রাইলিকে বলল সে। 'দেখেই মন জুড়িয়ে যাচ্ছে।'

চট করে মুখ তুলে তাকাল মেয়েটা।

'এখানেই থাকো তোমরা?' জানতে চাইল সে।

একটু ইতস্তত করল ব্রেনান। 'সেরকমই তো ইচ্ছা ছিল।'

'কোথায়?' জিজ্ঞেস করল সে।

আবছা হাতের ইশারা করল ব্রেনান। 'ওদিকে কোথাও। এখনও ঠিক বলা যাচ্ছে না।'

দরজা আটকে হেলান দিয়ে বসল ব্রেনান, বাড়তি আলাপের পথ আটকে আবার জানালা দিয়ে বাইরে চোখ ফেরাল। ক্ষুব্ধ মেয়েটা কিছু বলতে মুখ খুলতে গিয়েও বিরত রইল।

ঢাল বেয়ে ক্রমশ একটা প্রশস্ত উপত্যকার জমিনে নেমে গেছে রাস্তাটা। বামে এখন অনেকটা দূরে সরে গিয়ে রাস্তার সমান্তরালে এগিয়েছে পাহাড়সারি। উপত্যকার জমিন থেকে অনেকটা দূরে মাথা তুলেছে পাহাড়ের আরেকটা সারি। দুই পাহাড় সারির মাঝখানে ছড়িয়ে আছে রসালো তৃণভূমি, বৃষ্টির পরপর ঘন সবুজ। আরও উত্তরে আরও বিস্তৃত রেঞ্জ আকাশের দিকে ঠেলে দিয়েছে করাতের মতো খাঁজকাটা চূড়াগুলো। এখনও তুষারের বুকে রোদের ঝলকানি চোখে পড়ে।

নির্বিকার চেহারায় তাকিয়ে আছে ব্রেনান, তলে তলে তীব্র উত্তেজনা টের পাচ্ছে। যেন এতগুলো বছর অপেক্ষার পর চোখ দিয়ে গিলছে চারপাশের অপরূপ দৃশ্য। স্যান ফার্নান্দো—ওর আপন ভূমি, নিবাস। সহসা সংশয়ে দুলে উঠল ওর ভাবনা, অনিশ্চয়তার স্রোতে ভেসে গেল সব উত্তেজনা। এক সময় এখানে শেকড় ছড়াতে কতই না পরিশ্রম করেছিল সে। কিন্তু এখন...?

উপত্যকার সমতলে পৌঁছেছে রাস্তাটা। একটু আগের নয়ন

জুড়ানো দৃশ্য হারিয়ে গেলো। তবু উত্তরের রেঞ্জে ঢেউ খেলানো ঘাসের বিস্তার থেকে নজর ফেরানো যায় না। এখানে-ওখানে প্রাচীন ওক গাছ ছেদ টেনেছে ওই বিস্তারে। প্রথম অভিযাত্রী, হয়তো পোরতোলা আর বিভিন্ন মিশনের ফাদারদের রোপণ করা বুড়ো গ্রন্থিল বাঁকাচোরা গাছপালা। প্রবীণ ওই গাছগুলো ধৈর্য আর প্রশান্তির বোধ জাগাল ব্রেনানের অস্তিত্বে। ওক গাছ সব সময় ভালো লাগে ওর।

নিখাদ আগ্রহে উপত্যকার দিকে তাকিয়ে আছে রাইলি। ঘাস, কিছুটা ঢালু জমিন আর জলধারার চিহ্ন ধরে রাখা ঝোপঝাড় জরিপ করছে সে।

ড্রাইভার ব্রেক চাপায় স্টেজের গতি কমতে শুরু করেছে। হাইওয়ে থেকে স্টেজ-স্টেশনের দিকে বাঁক নিল কোচ। ডিনারের বিরতির ঘোষণা দিয়ে উঁচু আসন থেকে লাফিয়ে নামল সে।

স্টেজ থেকে নেমে বিশাল হাত কোমরে রেখে আড়মোড়া ভাঙল ব্রেনান। রাস্তার উলটোদিকে একটা শিপ পেন দেখে চট করে ঘুরে দক্ষিণে তাকাল সে। এটা পুরোনো এনশিনো র‍্যাঞ্চের একটা কোণ, চিনতে পারল এবার।

স্টেশনটা টলমল ছাদের নিচু-চওড়া ফ্রেমের একটা কাঠামো। সামনের হিচর‍্যাকে স্যাডল চাপানো আটটা ঘোড়া বাঁধা, ঠা-ঠা রোদে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে ওগুলো। অন্য যাত্রীরা কোচ ছেড়ে দালানের দিকে গেছে। এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে ওর পাশে এসে দাঁড়াল জন রাইলি।

‘মনে হচ্ছে তোমার সাথে এসে ভালোই হয়েছে। দারুণ

জায়গা।' তারপরই ভুরু কুঁচকে ঘাড় ফিরিয়ে চারপাশ ভালো করে দেখল সে। 'কিন্তু এত রসালো ঘাস, গরু-টরু তো দেখছি না।'

কাঁধ ঝাঁকাল ব্রেনান। 'এখন ফাঁকা লাগলেও উপত্যকায় গরু চরার জায়গার অভাব নেই। তা ছাড়া, পাহাড়ের বুকেও গরু চরানো যায়। গরু আছে, জন। স্প্যানিশরা হাজার হাজার গরু চরাতো এখানে। প্রায় সমান সংখ্যার গরু ছিল মিশনেরও।'

দুশ্চিন্তা দূর করে চোখ কুঁচকে শটগান গার্ডকে দেখল রাইলি। 'তোমার খিদে লাগে না, মিস্টার?' জিজ্ঞেস করল তাকে।

সতর্ক, অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল গার্ড, গম্ভীর হাসল। 'সময় হোক, ফ্রেন্ড। সময় হলেই খাবো।'

হেসে ব্রেনানকে অনুসরণ করে স্টেশনের দিকে এগিয়ে গেল সে। ভেতরে পা রাখল দুজন। প্রশস্ত জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে দালানটা। একপাশে দস্তার বার, গোটা কতক টেবিল, খাওয়ার জন্য লম্বা পাটাতনের একটা টেবিল। ওপাশে পোকার খেলার আয়োজন। টেবিলগুলো এখন খা-খা করছে।

বারে মানুষের জটলা। দীর্ঘযাত্রার ধূলির আস্তরণে মাখামাখি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রাইডাররা। টেবিলগুলোর দিকে এক নজর তাকিয়ে খাওয়ার চিন্তা বাতিল করে বারের দিকে পা বাড়াল ব্রেনান। ওকে অনুসরণ করল রাইলি। ঠেলেঠুলে বারে জায়গা করে নিলো ওরা, দুজন রাইডার বিরক্তির সাথে ওদের দেখল, সরে গেল তারপর।

রাইডারদের ভেতর কয়েকজন মেক্সিকানও আছে, খেয়াল

করল ব্রেনান। ওদের সবার কোমরে গানবেল্ট বাঁধা। একজন বারটেন্ডারকে ড্রিংকের ফরমাশ দিলো সে, লোকটার হাবভাবে মনে হচ্ছে পিনের ডগার ওপর হাঁটছে। ড্রিংক নাড়াচাড়া করার ফাঁকে চারপাশের জটলার ব্যাপারে আরও সজাগ হয়ে উঠল ব্রেনান। দেখেশুনে কঠিন চিজ মনে হচ্ছে; ওদের প্রত্যেকের তামাটে, গাঢ় চেহারায় বেপরোয়া ভাব। সামনে ঝুঁকে এলো রাইলি।

'এদিককার রাইডাররা মারকুটে টাইপের মনে হচ্ছে,' নিচু কণ্ঠে বলল সে।

সতর্ক দৃষ্টিতে বারের এ মাথা-ও মাথায় নজর চালাল ব্রেনান। এতগুলো বছর কেটে গেলেও লায়োনেস নিশ্চয় তার গান-হক আর সীমান্তের দোআঁশলাদের বহাল রেখেছে। হঠাৎ ওদের একজন সশব্দে বারে গ্লাস নামিয়ে রাখল। চমকে উঠল এক বারটেন্ডার। চোখ সরু করে খেয়াল করল ব্রেনান। লোকটার নির্ঘাত কোনো ধান্ধা আছে। আস্তে আস্তে ঘুরে বারে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল সে। টেবিলে বসেছে যাত্রীরা, মালিক আর বেঢপ শরীর এক মহিলা ওদের খাবার পরিবেশন করছে। এক টেবিল থেকে আরেক টেবিলে খাবার নিয়ে শশব্যস্ত হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে সে। বার বার সতর্ক চোখে বারের দিকে তাকাচ্ছে ওরা, লক্ষ করল সে।

আচমকা অন্যদের কাছ থেকে সরে দাঁড়াল একজন রাইডার। একহারা গড়নের দীর্ঘদেহী লোকটার ভেতর সর্দারির ভাব। লোকটার চোখজোড়া বড় বড়, কালো; সরু গোঁফের নিচে পুরুষ্টু

অস্থির ঠোঁট। কৃশ, হাড় সর্বস্ব চেহারা; নিচু ব্রিমের ধূলিধূসরিত টুপির আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে কোকড়ানো কালো চুল। তার পরনে লেভাই, ছেঁড়াফাটা বুট আর নোংরা শার্ট, রং জ্বলে যাওয়ায় আসল রং বোঝা মুশকিল—আমেরিকান বোঝাই যায়, তবে মেক্সিকানও। কোমরে ভারী গান বেল্ট পরেছে, উত্তেজিত। চকিত, নির্বোধ হাসি, কামরার চারপাশে ঘুরে বেড়ানো দৃষ্টি তার কুমতলব লুকোতে ব্যর্থ হচ্ছে।

স্টেজ কোচের মেয়েটার দিকে নজর যেতেই আরও বিস্তৃত হলো তার হাসি। থুতনি উঁচিয়ে ইশারা করল সে, এই ভঙ্গির সাথে পরে পরিচিত হয়ে উঠবে ব্রেনান। খাবার শেষে ড্রিংকের জন্য বারে এলো ড্রাইভার। লোকগুলোর ভেতর দ্রুত সংকেত চালাচালি হতে দেখল ব্রেনান। দ্রুত ড্রিংক শেষ করে কিছুটা স্খলিত পায়ে বেরিয়ে গেল রাইডাররা। ঘাপলা আঁচ করে সোজা হয়ে দাঁড়াল ব্রেনান। বার থেকে দরজার কাছে গিয়ে অলস ভঙ্গিতে চৌকাঠে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল একজন রাইডার। রাইলিকে খোঁচা দিলো ব্রেনান। প্রায় ফাঁকা হয়ে আসা কামরায় নজর চালাল রাইলি।

কিচেন থেকে এসে একটা টেবিলের দিকে যাওয়ার পথে থমকে দাঁড়াল মালিক; বরফের মতো কঠিন হয়ে উঠলো তার চেহারা, দুই চোখে নিখাদ আতঙ্ক। একসাথে ঘুরে দাঁড়াল ব্রেনান আর রাইলি; চোখের পলকে ক্ষিপ্র, মসৃণ গতিতে বন্দুক ড্র করল দোরগোড়ায় দাঁড়ানো লোকটা। চমকে উঠল মেয়েটা। বন্দুকের কালো মাযল ওর দিকে স্থির হতে দেখে জমে গেল ব্রেনান।

‘একদম নড়াচড়া করবে না, সেনরস...আর সেনোরিতা,’ সতর্ক করল সে। ‘তাহলে কারও কোনো ক্ষতি হবে না।’

বাইরে একটা বন্দুক গর্জে উঠল। পরক্ষণে শটগানের তীব্র, খরখরে কাশির শব্দ দেয়ালে ঠিকরে চাপা প্রতিধ্বনি তুলল। তারপর ক্রমাগত আরও কয়েক দফা গুলির শব্দ। বিস্ফারিত হলো রাইলির দুই চোখ।

‘ধুশ্ শালা! এ তো ডাকাতি!’

উইস্কির বোতলের কাছেই রাখা ছিল ওর হাত। বোতলটা মুঠিতে ধরে মসৃণ, সাবলীল গতিতে দরজার লোকটাকে নিশানা করে ছুড়ে মারল সে। একই সময়ে এক লাফে সরে গেল বার থেকে। আধপাক ঘুরে উড়ন্ত বোতল দেখে ঝুপ করে বসে পড়ল গার্ড। তার বন্দুক ধরা হাত বেঁকে যাওয়ায় কামরার ভেতর প্রচণ্ড শব্দে গর্জালো কোল্টটা। বারের পেছনের দেয়ালের এক খাবলা পলেস্তারা খসাল ওটা থেকে নিক্ষিপ্ত বুলেট।

ঝটিতি উবু হয়ে কোল্টের দিকে হাত বাড়ালো ব্রেনান। লাফিয়ে উঠে হাতের মুঠিতে জায়গা করে নিলো ওর অস্ত্র। কালবিলম্ব না করে দ্রুত ট্রিগার টানল সে। বুলেটের ঘায়ে চৌকাঠের বেশ বড়সড় একটা চাঙর খসে পড়ল। ঝট করে একপাশে সরে গেল বোম্বেটে ব্যাটা।

হাওয়ায় উড়াল দিলো সে। লোকটার পেটে কাঁধের আঘাত করেই দুহাতে জাপ্টে ধরল তাকে। একসাথে দড়াম করে মেঝেয় স্পর্শ করল ওরা। বোম্বেটের হাত থেকে খসে পড়ল অস্ত্র।

সামনে বেড়ে বোম্বেটের মাথা জাগানোর জন্য একটা সেকেন্ড

অপেক্ষা করল ব্রেনান। তারপরই কুড়োল চালানোর ভঙ্গিতে গান ব্যারেলটা দ্রুত একবার নামিয়ে আনলো সে; ব্যস, লড়াই খতম।

এবার দরজার দিকে নজর দিলো সে। ফাঁকায় এসে সবচেয়ে কাছের জানালার দিকে ছুটে গেল রাইলি। বন্দুকের ব্যারেল চালিয়ে জানালার কাচ ভাঙল। ওদিকে এক ঝটকায় দরজা খুলে ফেলেছে ব্রেনান।

কোচের পাশে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে শটগান গার্ড। দুজন বোম্বেটে ঘোড়া সামাল দিচ্ছে। আরও দুজন বুট থেকে ভারী একটা বাক্স নামাচ্ছে। হিচর‍্যাকের কাছে ঘোড়ার পিঠে বসে আছে সুদর্শন লোকটা। ঘাড় ফিরিয়ে দালানের দিকে তাকাতে যাচ্ছিল সে, রাইলির বুলেট হাওয়ায় ভাসিয়ে দিলো তার মাথার টুপি।

গুলি করে স্ট্রংবক্স নিয়ে ব্যস্তদের একজনকে ঝেড়ে দিলো ব্রেনান। ওর পরের গুলিতে আধপাক ঘুরল আরেকজন। জানালা থেকে ফের আগুন ওগড়ালো রাইলির অস্ত্র। ঘোড়ার পিঠ থেকে সটান পপাত ধরনীতল হলো আরেক দুর্বৃত্ত।

দালানের গায়ে মাথা কুটছে একের পর এক বুলেট। কাভারের খোঁজে ছুট লাগালো ব্রেনান। আরও দুই দফা গুলি চালাল রাইলি। পরমুহূর্তে কাচের গুড়োর ঝরনা বইয়ে দিয়ে বুলেট ছুটে যেতেই ঝুপ করে জানালার নিচে বসে পড়ল সে। ভেঙে চুরমার হলো বারের পেছনে মদের বোতলগুলো।

কোচের কাছ থেকে এক লোককে দুদ্দার করে হিচর‍্যাকের দিকে ছুটে যেতে দেখল ব্রেনান। লাফিয়ে উঠল ওর হাতের

বন্দুক, লোকটার পা-জোড়া যেন রাবারে পরিণত হলো : ধপাস করে কঠিন জমিনে আছড়ে পড়ল বেচারা।

'ভামুজ! ভামুজ!' কঠোর কণ্ঠে হুকুম ঝাড়ল কর্কশ একটা কণ্ঠস্বর। আবার দরজায় পা রাখল ব্রেনান। র‍্যাক ঘিরে চক্কর দিচ্ছে রাইডাররা। একটা বুলেট ব্রেনানের গা ঘেঁষে দেয়ালে গিয়ে বিঁধল। উবু হয়ে গুলি করল সে, আরেকটা দুর্বৃত্ত ভূমিশয্যা নিলো।

হঠাৎ র‍্যাক থেকে সরে দালানের কোণ ঘুরে চোখের আড়ালে হাওয়া হয়ে গেলো বোম্বেটের দল। জোরালো আওয়াজ উঠল ঘোড়ার খুরের। তারপর ক্রমশ দক্ষিণে পাহাড়সারির দিকে মিলিয়ে গেল।

ধীরে ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়াল রাইলি। ব্যারেল ঘুরিয়ে চকচকে বুলেটের খোসা মেঝেয় ফেলল সে। ব্রেনানের উদ্দেশে হাসল।

'আজব দেশ,' টেনে বলল সে। 'এটা তো বলোনি তুমি।'

'ভুলে গিয়েছিলাম,' জবাব দিল ব্রেনান। ইয়ার্ডে বেরিয়ে এলো সে। ওর পেছনে রাইলি। উলটানো টেবিলের আড়াল ছেড়ে অকথ্য গাল বকছে আর ওদের অনুসরণ করছে স্টেজ ড্রাইভার।

দুজন পটল তুলেছে। আরেকজন বিধ্বস্ত কাঁধ নিয়ে বসে বসে ককাচ্ছে। গার্ডের দিকে ছুটল ড্রাইভার, চিৎ করে শোয়াল তাকে। চোখ পিটপিট করে এদিক-ওদিক তাকিয়ে মাথা নেড়ে ব্রেনানের দিকে তাকাল সে।

‘তিনটা বুলেট,’ চাপা ক্ষোভের সাথে বলল সে। ‘যে কারও গুলিতেই মারা গিয়ে থাকতে পারে। কোনো সুযোগই পায়নি বেচারা বব।’

অবিচল চেহারায় মাথা দোলাল ব্রেনান। ‘ওদের সে জন্য মাশুলও দিতে হয়েছে। তা ছাড়া, লটকাতে দুজনকে তো পেয়েছ।’

‘খোদার কসম, ঠিকই ঝোলানো হবে ব্যাটাদের!’ সোজা হয়ে দাঁড়াল ড্রাইভার। ‘আমি দেখছি ববের কী করা যায়। শেরিফের হাতে ওদের তুলে দেবো। কিন্তু এখন গার্ড পাই কোথায়?’

‘গার্ড ছাড়াই যেতে হবে,’ বলল রাইলি। ক্ষিপ্ত চেহারায় ঘুরে দাঁড়াল ড্রাইভার।

‘মিস্টার, সেটা হওয়ার নয়। স্ট্রংবক্সে লস অ্যাঞ্জেলেস ব্যাংক থেকে বুয়েনোভেঞ্চুরার একটা ব্যাংকে পাঠানো টাকা আছে। আমাদের...’ থেমে ব্রেনানের দিকে তাকাল সে।

‘তুমিই পারবে, ফ্রেন্ড, তোমার কোল্ট সামলানো দেখেছি তো।’ চট করে যোগ করল সে। ‘কোনেহো ভ্যালির রিলে স্টেশনে পৌঁছে দিলেই চলবে। কোম্পানি তোমার ক্ষতি পুষিয়ে দেবে।’

‘উঁহু,’ মাথা নেড়ে বলল ব্রেনান। ‘আমাকে তোমার পছন্দ হবে না। যাত্রীদের ভেতর থেকে বরং কাউকে বেছে নাও।’

‘কী বলছ! ওদের কেউ দরজার বাইরে নজর চালিয়েছে? তোমাকেই লাগবে, মিস্টার। আর কাউকে দেখার দরকার নেই আমার।’

ব্রেনানের ঠোঁটজোড়া চেপে বসল। চোখে ম্লান দৃষ্টি ফুটে

উঠল। মাথা নাড়ল সে।

'দুটো পালটা যুক্তি আছে, অ্যামিগো। এক নম্বর কথা হলো, আমি যাচ্ছি ক্যালাবাসেস...'

'তোমাকে হয়তো আরও মাইল দশেক সামনে যেতে হবে,' বাধা দিয়ে বলল ড্রাইভার। 'আমরা ঘোড়ার ব্যবস্থা করে দেবো...'

হাত তুলে ওকে বাধা দিলো ব্রেনান। 'আর দ্বিতীয় কথা, অ্যামিগো, স্যান কুয়েন্টিনের একজন আসামির হাতে নিশ্চয় স্ট্রংবক্স তুলে দিতে চাইবে না তুমি?'

চোখ পিটপিট করল ড্রাইভারের। 'তুমি?'

মাথা দুলিয়ে সরে এলো ব্রেনান। ওর শার্টের হাতা খামচে ধরল ড্রাইভার।

'তবুও তোমাকেই পাহারা দিতে হবে। আমার ধারণা কোথাও কারও ভুল হয়েছে। তোমাদের দুজনের মতো আর কাউকে অস্ত্র চালাতে দেখিনি। শোনো, মিস্টার। তোমার জন্য একটা কাজ তৈরি—কোম্পানিকে ঘটনা জানালে নির্ঘাত পুরস্কারও পেয়ে যাবে।'

ভারী শটগানটা ব্রেনানের হাতে ঠেসে দিলো সে। স্টেশনের দিকে তাকিয়ে আহতদের ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বেঁধে ইয়ার্ড পরিষ্কারের জন্য চিৎকার করে সাহায্য চাইল। শটগানটা জরিপ করল ব্রেনান, যেন এই প্রথম দেখছে এই জিনিস।

'তোমাকেই বেছে নেওয়া হয়েছে মনে হয়,' বলল রাইলি।

ঘোঁৎ শব্দ করে মাথা নাড়ল ব্রেনান, হাসল সে। প্রথমে জোরালো হলেও ক্রমে ক্ষীণ হয়ে এলো ওর হাসি। রাইলির

দিকে তাকিয়ে ক্রুর হাসল সে।

'আজব দুনিয়া, রাইলি। খুনি আর ডাকাতের কাঁধে বর্তেছে স্ট্রংবক্স পাহারার দায়িত্ব। অবশ্য কে কবে এসবের অর্থ বুঝতে পারে?'

দুই

আধঘণ্টা পর স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে এলো স্টেজ কোচ। উঁচু আসনে জুতমতো বসে লাগাম হাতে তুলে নিলো ড্রাইভার। তার বাহুতে টোকা দিল ব্রেনান।

'সত্যি আমাকে নিতে চাও?' জিজ্ঞেস করলো সে। 'আমার মতো একজন মানুষকে কিন্তু দায়িত্বপূর্ণ কাজে নেওয়ার কথা ভাববে না কেউ।'

কোচের একপাশে থুক করে থুতু ফেলল ড্রাইভার।

'চোরের দলকে শাস্তির হাত থেকে বাঁচতে আর ভালো মানুষকে জেলের ঘানি টানতে অনেক দেখেছি। আমি কোনো প্রশ্ন করতে যাচ্ছি না। প্রশ্ন করার দরকারও নেই। তোমার বন্দুক চালানো আমার পছন্দ হয়েছে। আমার চোখে ঠিকই আছো তুমি।'

সপাং করে হাওয়ায় শিস তুলল তার হাতের চাবুক। সামনে বাড়তে তৈরি হয়ে গেল ঘোড়াগুলো। কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাঁটুর ওপর আড়াআড়িভাবে শটগানটা ফেলে টোব্যাকো স্যাকের জন্য শার্টের পকেটে হাত ঢোকাল ব্রেনান।

মূল সড়কে উঠে পশ্চিমে এগোলো ওরা। রোদের কড়া আঁচ ঠেকাতে কপাল পর্যন্ত টুপির কিনারা নামিয়ে সিগারেট ধরাল ব্রেনান, তারপর তাপতরঙ্গের ভেতর দিয়ে দক্ষিণে তাকাল। নিচু রিজগুলোর প্রথম সারির দিকে উঠে গেছে উপত্যকার জমিন। দূরের পাহাড়সারি গড়ে তোলা জট পাকানো চূড়া আর সর্পিল ক্যানিয়নের গোলকধাঁধায় মিশে গেছে ওগুলো।

ওখানে গা ঢাকা দেওয়া বোম্বেটে দলের জন্য মোটেও সমস্যা হওয়ার কথা না, ভাবল সে। পশ্চিমে উপত্যকাকে সংকীর্ণ করে চেপে আসা পর্বতমালার রিজের সারির দিকে তাকাল সে। ওর ভাবনায় বাধা দিলো ড্রাইভার।

'ও ব্যাটা ভাসকেস না হয়ে যায় না,' বলল সে। 'এই প্রথম ডাকাতি করতে গিয়ে ব্যর্থ হলো সে।'

'এদিকে নয়া আমদানি নাকি?' জানতে চাইল ব্রেনান।

'একদম আনকোরা। বছরখানেক আগে উত্তর থেকে হাজির হলেও বজ্জাতটা এখন পাহাড়সারির দক্ষিণে তাণ্ডব চালাচ্ছে।'

উপত্যকার দিকে তাকিয়ে আছে ব্রেনান। সবকিছু পালটে যাওয়ার ভয়ে ছিল সে, অথচ দেখা যাচ্ছে আগের মতোই আছে সব। আরও খানিকটা উত্তরে স্যান্তা সুজানাসের অদ্ভুত পাথুরে কাঠামো রোদে কেমন তামাটে লাগছে। মাথার উপর